একবার হযরত ইবরাহীম আ. বিবি হাজেরা আর পুত্র ইসমাঈলকে মক্কার এই পানি-শূন্য ধূ ধূ মরুভূমিতে রেখে গেলেন। তাদের সাথে দিয়ে গেলেন সামান্য কিছু পানি আর কয়েক দিনের খাবার।

পানি আর খাবার শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিবি হাজেরা শিশু ইসমাঈলকে নিয়ে খুব কষ্টে পড়ে গেলেন। তিনি পানির খোঁজে মক্কার সাফা আর মারওয়া পাহাড়ে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। এরিমধ্যে শিশু ইসমাঈলের পায়ের আঘাতে আল্লাহ তা'আলা মাটি থেকে পানির ফোয়ারা বইয়ে দিলেন। বিবি হাজেরা সে পানি শিশু ইসমাঈলকে পান করালেন। পানির কারণে সেখানে একটা কুপ হয়ে গেলো। সে কুপের নাম হলো যমযম। এ কুপটি এখনো মক্কায় আছে। হাজীরা হজে গিয়ে প্রাণ ভরে যমযমের পানি পান করেন।

যমযম কুপের পানির ছোঁয়ায় মক্কায় একটু একটু করে গাছপালা হতে লাগলো। পাখিরা দূর দূরান্ত থেকে দলবেঁধে আসতে লাগলো। এই দেখে আরো কিছু মানুষ এখানে এসে থাকতে শুরু করলো। এভাবে ধীরে ধীরে এক সময় মক্কা একটি শহরে পরিণত হলো।

কিছুদিন পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে বললেন কা'বা শরীফ তৈরি করতে। কা'বা শরীফের জায়গা আল্লাহ তা'আলা আগেই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। সেই জায়গাতেই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বা শরীফ তৈরি করলেন। সাথে রাখলেন নিজের প্রিয়পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে।

এভাবেই গড়ে উঠলো মক্কা শহর। নির্মিত হলো কা'বা শরীফ।

ইসমাঈল আ. এর কুরবানীর ঘটনা

একবার কী হলো জানো? আল্লাহ তা'আলা চাইলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে পরীক্ষা করবেন। সেজন্য তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আদেশ করলেন নিজের প্রিয়পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করতে। আদেশ পেয়েই তিনি আর দেরি করলেন না। ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এই আত্মত্যাগ দেখে আল্লাহ তা'আলা খুশী হয়ে গেলেন। তিনি জান্নাত থেকে একটি দুম্বা পাঠালেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পরিবর্তে সেটাকেই কুরবানী করা হলো।

কিশোর ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এক সময় নবী হলেন। তারপর একে একে তাঁর বংশে আগমন করলেন হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর মতো নবীগণ।

এই বংশের শেষ নবী ছিলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আমাদের নবীজীর পিতার নাম ছিলো আব্দুল্লাহ

তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল আ. এর বংশধর। তোমরা কি জানো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা যখন ছোট ছিলেন তখন তাকেও একবার ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মতো কুরবানী করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিলো?

কী, অবাক হচ্ছো? ঘটনা কিন্তু সত্যি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিব আল্লাহর কাছে মানত করেছিলেন যদি তার দশজন ছেলেই বড় হয়ে যায় তাহলে তাদের একজনকে আল্লাহর নামে কুরবানী করবেন। যে কথা সে কাজ। একদিন আব্দুল মুত্তালিব তার দশ ছেলের মধ্যে লটারী করলেন। লটারিতে নাম উঠলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা আব্দুল্লাহর নাম। আব্দুল্লাহ ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের সবচেয়ে প্রিয় ছেলে। কিন্তু কী আর করা! মানত তো পূরণ করতেই হবে। তিনি দ্বিধা না করে আব্দুল্লাহকে আল্লাহর জন্য কুরবানী করতে প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু বাধ সাধলো মক্কার লোকজন। তারা কিছুতেই তাদের প্রিয় আব্দুল্লাহকে কুরবানী হতে দেবে না। দরকার হলে তারা নিজেরাই প্রাণ দিয়ে দেবে। শেষে একজন বিদ্বান ব্যক্তির সিদ্ধান্তে দশ দশ বার লটারী করে আব্দুল্লাহর পরিবর্তে একশ' উট কুরবানী দেওয়া হলো।

আব্দুল্লাহ ও মা আমিনার বিয়ে

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা আব্দুল্লাহ ছিলেন খুবই চমৎকার একজন মানুষ। দেখতেও ছিলেন খুব সুন্দর। মক্কার অনেক পরিবারই আব্দুল্লাহর সাথে আত্মীয়তা করতে আগ্রহী ছিলো। কিন্তু যেনতেন কোনো পরিবারে তো আর তাকে বিয়ে করানো যায় না। বরং খুবই ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত একটি পরিবার দরকার। সেজন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিব আব্দুল্লাহকে বিয়ে করানোর জন্য যোগ্য একজন পাত্রী খুঁজতে লাগলেন।

আব্দুল মুত্তালিব অনেক ভেবে একদিন ছেলে আব্দুল্লাহকে নিয়ে হাজির হলেন ওয়াহ্হাব ইবনে আবদে মানাফের ঘরে। তার কন্যা আমেনাকে নিজের ছেলের বিবি হিসেবে পছন্দ করলেন। ওয়াহ্হাব ইবনে আবদে মানাফ এই প্রস্তাবে অনেক খুশী হলেন। নিজ পরিবারের সাথে আলাপ করে তখনই আব্দুল মুত্তালিবকে সম্মতি জানিয়ে দিলেন। তারপর দু'জন মিলে ঠিক করে ফেললেন বিয়ের দিন তারিখ। নির্ধারিত দিনে বিয়ে হয়ে গেলো আব্দুল্লাহ ও আমিনার। বিয়ের পর আমিনা চলে এলেন আব্দুল্লাহর ঘরে। শুরু হলো তাদের দু'জনের ছোট্ট সুখের সংসার।

কয়েক সপ্তাহ পর। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা আব্দুল্লাহ আমিনাকে বললেন, 'আমিনা, শুনেছ! আমাকে তো ব্যবসায়িক একটা কাজে সিরিয়া যেতে হবে'। কথাটা শুনে আমিনার মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। তাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র ক'দিন আগে। এখনই যদি তার প্রিয়তম স্বামী চলে যান তাহলে তিনি একা একা কিভাবে থাকবেন?

আব্দুল্লাহরও মনে চাইছে না আমিনাকে ছেড়ে যেতে। কিন্তু তার কাজটাও তো জরুরী। শত কষ্ট হলেও তাকে সিরিয়া যেতে হবে। বিষয়টা তিনি আমিনাকে বোঝালেন। আমিনাও বুঝতে পেরে নিজের মনকে ঠিক করার চেষ্টা করলেন।

সে সময়ে দূরে কোথাও যেতে হলে একা একা যাওয়া যেতো না। রাস্তায় অনেক চোর ডাকাতের ভয় ছিলো। সেজন্য আব্দুল্লাহ ব্যবসায়ীদের একটি দলের সাথে সিরিয়ায় চলে গেলেন।

আব্দুল্লাহ চলে যাওয়ার পর আমিনা ভীষণ একা হয়ে গেলেন। মনের দুঃখে তিনি কথা বলাও কমিয়ে দিলেন। সারাদিন ঘরের মধ্যে একা একা বসে থাকেন। আমিনার দুঃখভরা এ সময়টাতে তাকে সঙ্গ দিতেন উম্মে আইমান নামের একটি বালিকা। উম্মে আইমানকে আব্দুল্লাহ ঘরের কাজের জন্য এনেছিলেন। তবে উম্মে আইমান আব্দুল্লাহর ঘরে কাজের মেয়ের মতো থাকতেন না। বরং পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে থাকতেন। বিশেষ করে আব্দুল্লাহর বিয়ের পর তিনি হয়ে উঠেছিলেন আমিনার একান্ত বান্ধবী।

উম্মে আইমান আমিনাকে সান্ত্বনা দিতেন। তার দুঃখ দূর করার চেষ্টা করতেন। এ সময়ই হঠাৎ একদিন আমিনা অনুভব করেন তিনি গর্ভবতী। বিষয়টা বুঝতে পেরে একদিকে আমিনার মনে খুশীর বন্যা বয়ে গেলো। অন্যদিকে এতো আনন্দের একটা সময়ে স্বামী আব্দুল্লাহ পাশে না থাকায় মনটা খুব বিষণ্ন হয়ে রইলো।

না ফেরার দেশে নবীজীর পিতা!

একদিন খবর এলো– ব্যবসায়ীদের সেই কাফেলা সিরিয়া থেকে ফিরে এসেছে। আমিনার মন খুশীতে ভরে উঠলো। নিশ্চয়ই তার স্বামীও কাফেলার সাথে ফিরে এসেছেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে তিনি যা জানতে পারলেন তা শোনলে তোমাদের মনও দুঃখে ভরে উঠবে। সিরিয়া থেকে সবাই ফিরে এলেও আব্দুল্লাহ ফিরে আসেননি।

তাহলে কি তিনি সিরিয়ায় থেকে গেছেন? না, তাও না। সবার সাথে তিনিও রওয়ানা হয়েছিলেন মক্কার পথে। রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অসুস্থতা বাড়তে বাড়তে মদীনার কাছাকাছি এক জায়গায় এসে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

গর্ভের সন্তানকে নিয়ে আমিনা শোকে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন!

বুঝতে পারছো কতো মর্মান্তিক একটা ঘটনা! তোমরা যদি কেউ বড় হয়ে শুনতে পাও যে– তোমার জন্মের আগেই তোমার আব্বু মারা গেছেন; তাহলে কতো কষ্ট লাগবে, চিন্তা করতে পারো! এ চিন্তাটাই আমিনাকে খুব বেশি যন্ত্রণাকাতর করে তুললো।

নবীজীর জন্মের সময়টা ঘনিয়ে এলো

নবীজীর জন্মের সময়টা ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এলো। এ সময়ে মক্কায় ঘটলো ভয়ঙ্কর এক ঘটনা। ইয়ামানে এক অত্যাচারী বাদশাহ ছিলো। নাম আবরাহা। মক্কায় যে কা'বাঘর ছিলো সেটা নিয়ে ছিলো তার খুবই হিংসা। সারা পৃথিবী থেকে যে মানুষ কা'বাঘরের তাওয়াফে আসে এটা সে দু'চোখে দেখতে পারতো না। এজন্য সে ইয়ামানে একটা নকল কা'বা বানালো। সবাইকে বললো সে কা'বায় এসে তাওয়াফ করতে।

কিন্তু তার বানানো কা'বায় কেউ তাওয়াফ করতে এলো না। অবস্থা দেখে রাগে আবরাহার গা জ্বলে পুড়ে গেলো। তার ইচ্ছে হলো মক্কার কা'বাঘরকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিতে। সে তার সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ করলো।

বাহিনী তৈরি হয়ে গেলো। বাহিনীর সাথে ছিলো হাজার হাজার অস্ত্র আর অনেকগুলো হাতি। এজন্য এ বাহিনীকে হাতিবাহিনী বলা হয়।

কুরআন শরীফে একটা সূরা আছে সূরা ফীল। আরবীতে ফীল মানে হাতি। এ সূরার মধ্যে আবরাহার হাতিবাহিনীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্যই এর নাম রাখা হয়েছে সূরা ফীল।